দুইশ বছরের ঐতিহ্য ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা

১৯৮০ সাল থেকে নিয়োগ বন্ধ, শূন্যতার সংকটে

মুহাম্মদ ইসমাইল

১৭৮০ সালের ... কোম্পানির তৎকালীন বড় লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সাথে সাক্ষাৎ করে কলকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। বড় লাট তাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। কলকাতার বৈঠকখানা রোডে একশ' টাকায় একটি বাড়ী ভাড়া করে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে (শাবান ১১৯৪ হিজরী) মাদ্রাসা চালু হয়। প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন মাওলানা নূরুদ্দিন ওরফে মোল্লা মদন। ১৭৮০ সালের অক্টোবর থেকে ১৭৮১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৭ মাস ভাড়াবাড়ীতে মাদ্রাসা চলার পরে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থান সংকুলান না হওয়ায় 'পঞ্চপুকুর' নামে ৫,৬৪১ টাকায় একখণ্ড জমি কিনে বড় লাট একটি দালান মাদ্রাসার জন্য নির্মাণ করে দেন। এর নামকরণ করা হয়, 'মোহামেডান কলেজ'। ১৭৮৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্রাসা কলেজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করেন। মাদ্রাসার প্রশাসনিক দায়িত্ব একটি বোর্ড ও ডাইরেক্টরস-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়। 'মাদ্রাসা মহল' নামে একটি ভূ-সম্পত্তি খরিদ করে এর আয় মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দকৃত হয়। পঞ্চপুকুর নেনটি হিন্দু প্রধান এলাকায় হওয়ায় ১৮২৪ সালে ঐ সম্পত্তি বিক্রির টাকা দিয়ে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের পাশে গোলতালাব (হাজী মুহসীন স্কোয়ার) এলাকায় উপযুক্ত জায়গা খরিদ করা হয়।

১৮২৪ সালের জুলাই মাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গভর্নর জেনারেল 'উইলিয়াম পিট অ্যামহার্ট'। ১৮১৯ সাল হতে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারী ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারির অধীনে বোর্ড অব গভর্নর্স দ্বারা মাদ্রাসা পরিচালিত হত। ১৮৫০ সালে 'ডাঃ এ স্প্রেংগারকে' প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৭ বছর ইংরেজ অফিসারদের এ পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯২৭ সালে 'শামস-উল-উলামা খান্না কামালুদ্দিন আহমেদ' সর্বপ্রথম মুসলিম ব্যক্তি হিসেবে এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার যাবতীয় আসবাবপত্র, লাইব্রেরীর মূল্যবান কিতাব, বোর্ডের যাবতীয় রেকর্ড, ইলিয়ট হোস্টেলের যাবতীয় আসবাবপত্রসহ ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ 'খান বাহাদুর জিয়াউল হক', খান বাহাদুর বদিউর রহমানসহ কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্র এই কাজ সম্পন্ন করেন।

ঢাকায় স্থানান্তরের পর এটি লক্ষ্মীবাজারের ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কবি নজরুল সরকারী কলেজ) ও ডাফরিন মুসলিম হোস্টেলে স্থাপন করা হয়। ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী 'জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী' ও 'অধ্যক্ষ মকবুল আহমদ' সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টায় বকশীবাজার এলাকায় একটি প্রশস্ত ভূখণ্ড বরাদ্দ করা হয়।

মাদ্রাসার ইমারত ও হোস্টেল নির্মাণের জন্য তেত্রিশ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ১৯৫৮ সালের ১১ মার্চ মাদ্রাসা বিল্ডিং ও ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ইসলামিক প্রধানমন্ত্রী 'জনাব আতাউর রহমান খান'।

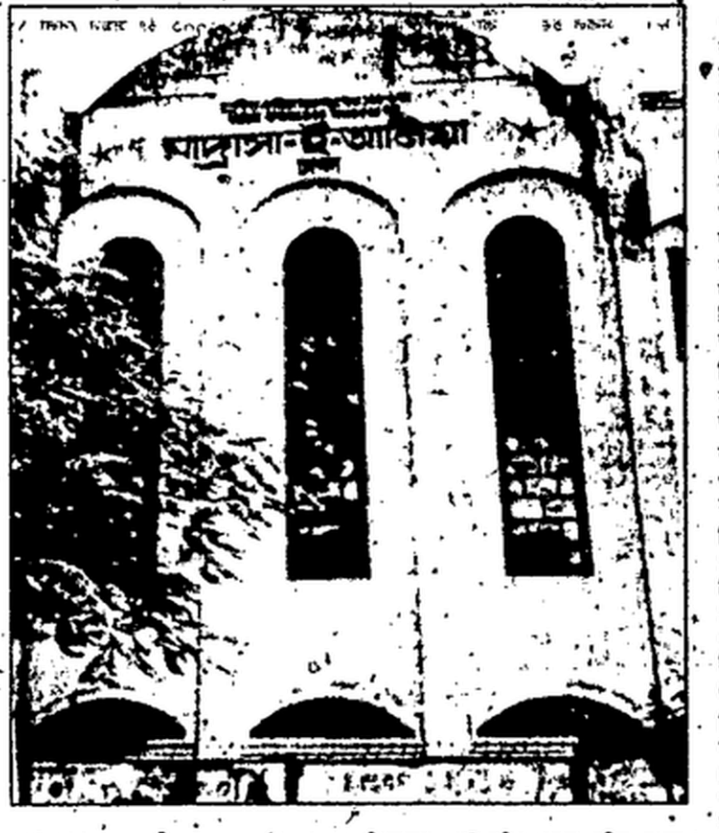

১৯৬১ সালে মাদ্রাসা লক্ষ্মীবাজার থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৫ একর জমির উপর চারতলা বিশিষ্ট বিরাট মাদ্রাসা ভবন, ছাত্রাবাস, অধ্যক্ষ ও কর্মচারীদের নিবাসসহ সুপ্রশস্ত খেলার মাঠ নিয়েই মাদ্রাসা-ই-আলিয়া প্রতিষ্ঠিত।

পাশাপাশি সীমানায় অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বেরক্লেন্স কলেজ, ডঃ শহীদুল্লাহ কলেজ, স্কুল বোর্ড, কলেজ বোর্ড ও মাদ্রাসা বোর্ডসহ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জোনের প্রাণকেন্দ্র আজকের মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

মাদ্রাসা ভবন

চারতলা বিশিষ্ট মাদ্রাসা ভবনের নীচতলায় প্রশস্ত মিলনায়তন, পোষ্ট অফিস, মাদ্রাসা অফিস, অধ্যক্ষ কক্ষ, উপাধ্যক্ষ কক্ষ, হেড মাওলানার কক্ষ ছাড়া বিভাগীয় শিক্ষক প্রধানদের কক্ষ ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কক্ষ এবং কামিল ২য় বিভাগের ক্লাস কক্ষ রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় আলিম ও ফাজিল ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষের ক্লাস, শিক্ষক মিলনায়তন, ছাউট রুম, ৩য় তলায় দ্বিরাত বিভাগ, ইবতেদায়ী, দাখিল ও কামিল ১ম বর্ষের ক্লাসসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। ৪র্থ তলায় বিজ্ঞান বিভাগসমূহের ক্লাস ও বিজ্ঞানাগার অবস্থিত। এছাড়াও তিন তলায় নামাজের জন্য প্রশস্ত হল আছে।

ছাত্রাবাস

মাদ্রাসার একমাত্র তিনতলা বিশিষ্ট ছাত্রাবাসে মোট ৭১টি রুমের ২৮৪টি সিটে আবাসিক ছাত্রদের সংকুলান করা হয়। ছাত্রাবাসে একজন সুপার, একজন সহকারী সুপার, ও ছয়জন হাউজ টিউটর আছেন। ২য় তলায় সুপ্রশস্ত মসজিদটি অবস্থিত।

খেলার মাঠ

ছাত্রাবাসের দক্ষিণ পার্শ্বে ২.২৫ একর জমির উপর ১৯৬ ফুট × ১৭৮ ফুট আয়তনের খেলার মাঠটি বকশীবাজার এলাকার একমাত্র খেলার মাঠ।

লাইব্রেরী

মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার লাইব্রেরী দেশের সর্ববৃহৎ প্রাচীন লাইব্রেরী। এতে বিভিন্ন অধ্যায় ৩০ হাজারেরও বেশী কিতাব সংগৃহীত আছে। তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় ছাত্ররা এ লাইব্রেরী থেকে বঞ্চিত।

শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যা

বর্তমানে মাদ্রাসা-ই-আলিয়াতে শিক্ষকের সংখ্যা ৭০, ছাত্রসংখ্যা ১০৫৭। শিক্ষকের শূন্য পদ আছে ৩৯টি।

কর্মচারী সংখ্যা

৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ১৭, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ৫৯।

প্রিন্সিপালবৃন্দ

১৮৫০ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ২৭ জন ইংরেজ শিক্ষাবিদ এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৭ সালে প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন শামসুল ওলামা খান্না কামালুদ্দীন এবং সর্বশেষ বর্তমান অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত আছেন মাওলানা নূর মোহাম্মদ (এমএম, এমএফ, এমএ, (ফার্স্ট ক্লাস)

শিক্ষার স্তরসমূহ ও শিক্ষাকাল

ক. এবতেদায়ী (প্রাথমিক) ৫ বছর। খ. দাখিল (সাধারণ বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ, মাধ্যমিক) ৫ বছর। গ. আলিম (সাধারণ বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ উচ্চ মাধ্যমিক) ২ বছর। ঘ. ফাজিল (সাধারণ ও মুজাব্বিদ, ডিএ) ২ বছর। ঙ. কামিল (এমএ) ২ বছর

দ্বীনি ঐতিহ্যের এক গর্বিত প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার আলেমে দ্বীন তৈরী হয়েছে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া থেকে। মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় বরাবর অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে এ মাদ্রাসার ছাত্ররা। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতায় মত মহান পেশায় সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালনসহ দেশে-বিদেশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা। কিন্তু সরকারী অবহেলা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে দেশের প্রাচীনতম এই ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার দু'শ' বছরের ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

শূন্য পদ ও নিয়োগ বিধি জটিলতা

মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার সবচেয়ে প্রকট যে সমস্যা তা হল শিক্ষক নিয়োগ জটিলতা। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমান প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ শিক্ষক দরকার তা এখানে নেই। বরং যা ছিল তা থেকে ৭০টি পোষ্ট খালি হয়েছে, নিয়োগের কোন ব্যবস্থাই নেই। এই পোষ্টগুলো ১৯৮০ সাল থেকে খালি হতে শুরু হয়েছে। যেসব শিক্ষক অবসর নিচ্ছেন অথবা অন্য কোথাও বদলী হয়ে যেতেন সেটা আর পূরণ করতে সরকারের কোন প্রয়োজন বোধ হয়নি।

যেসব পদ খালি হয়েছে তা নিম্নরূপ

অধ্যক্ষ পদবী প্রফেসর- ১টি, হেড মাওলানা- ১টি প্রভাষক হাদীস বিভাগ- ২টি পদ, সহকারী অধ্যাপক আল-কোরআন- ১টি, প্রভাষক আল-কোরআন ২টি, প্রভাষক তাফসীর- ১টি, সহকারী অধ্যাপক ফিকহ- ১টি, প্রভাষক ফিকহ- ২টি, সহকারী অধ্যাপক আধুনিক আরবী- ১টি, প্রভাষক আধুনিক আরবী- ১টি, প্রভাষক ইসলামের ইতিহাস- ১টি, সহকারী অধ্যাপক আকাইদ- ১টি, প্রভাষক আকাইদ- ২টি , সহকারী মৌলভী গেজেটেড- ৭টি, সহকারী অধ্যাপক ইংরেজী- ১টি, প্রভাষক অর্থনীতি- ২টি, প্রভাষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান- ১টি, প্রভাষক পদার্থ- ২টি, প্রভাষক রসায়ন- ১টি , প্রভাষক উদ্ভিদবিদ্যা- ২টি, প্রভাষক গণিত- ১টি, লাইব্রেরিয়ান গেজেটেড- ১টি, সহকারী লাইব্রেরিয়ান- ১টি, প্রদর্শক উদ্ভিদবিদ্যা- ১টি, শরীরচর্চা- ১টি, অফিস সহকারী- ১টি। উপরোক্ত ২২ নাম্বার পর্যন্ত B.C.S ক্যাডার তথা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক পদ যদি এতগুলো খালি হয় তাহলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে কি করে? মাদ্রাসা ছাত্রদের অন্যান্য স্পেশাল B.C.S-এর সুযোগ দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে মাদ্রাসা-ই-আলিয়াকে সুশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকারের কাছে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকরা জোর দাবী জানিয়েছেন।

সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাবনা

দ্বীনি ঐতিহ্যমন্ডিত মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। (১) মাদ্রাসা ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে দ্বীনি পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে 'ছাত্র-শিক্ষক প্রশাসনের জন্য সম্মিলিতভাবে আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে। (২) মেধা ও দ্বীনি দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ছাত্র ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। (৩) মাদ্রাসা ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসকে বহিরাগত অছাত্র সন্তানদের প্রভাবমুক্ত রাখার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। (৪) অতীতের সকল সন্ত্রাস ও অনৈতিক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসহ যে কোন শৃংখলাবিরোধী ঘটনার বিচার ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। (৫) ফাজিলকে বিএ পাসের সমমর্যাদা প্রদানসহ মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য ও হতাশা দূর করতে হবে।

শেষ কথা

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া হচ্ছে এ দেশের ইসলামপ্রিয় ছাত্র-জনতার আবেগের সাথে জড়িত শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ। দ্বীনি শিক্ষার গৌরবোজ্জ্বল অবয়বটি বিনষ্ট করার সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে চাই ইসলামপ্রিয় ছাত্র-শিক্ষক-সেবাকারীর ইস্পাতকঠিন ঐক্য। মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের সকল ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণসহ মাদ্রাসা শিক্ষাকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।